দৈনিক ইত্তেফাক

৫২

তারিখ 16 MAY 1989
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক
ইত্তেফাক

মঙ্গলবার, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬

অভিভাবকদের উৎকণ্ঠা

সন্তানদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া দেশের সাধারণ অভিভাবকেরা এখন খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের প্রেরিত কয়েকটি পত্র তাহারই প্রমাণ বহন করে। এক অভিভাবক দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তাঁহার পুত্রটি চার বৎসরের কোর্স সমাপ্ত করিতে পারে নাই। অন্যদিকে চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করার বয়স তাহার চলিয়া যাইতেছে। তিনি আরো লিখিয়াছেন, অভাবের সংসারে সন্তানকে লেখাপড়া শিখাইতে গিয়া গোটা পরিবারটা এখন সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আর এক অভিভাবক লিখিয়াছেন, শিক্ষাঙ্গনে অরাজকতার দরুন তাঁহার পুত্রটির শিক্ষাজীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। সে এখন পড়াশুনা না করিয়া কলেজে ও তাহার বাহিরে দল বাঁধিয়া গুন্ডামি করিয়া বেড়ায়। অথচ পুত্রটি স্কুলে নাকি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল। আর একজন অভিভাবক লিখিয়াছেন, তাঁহার সন্তানটি মাঝপথে পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া এখন পাড়ার গুন্ডা দলের সর্দার হইয়াছে। জবরদস্তি চাঁদার উপর তাহার জীবনযাত্রা চলে। তাহার ভয়ে পাড়াপ্রতিবেশীরা এখন সর্বদা উৎকন্ঠিত থাকে। তিনি লিখিয়াছেন, ছেলেকে কি আর সংসারে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না?

বলা বাহুল্য, এই ধরনের অনেকগুলি পত্র রহিয়াছে--যাহার ছত্রে ছত্রে অভিভাবকদের অভিযোগ-উৎকণ্ঠা ও মর্ম যন্ত্রণা প্রকাশমান। কেহ কেহ লিখিয়াছেন দেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য কতই না পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, অর্থও ব্যয় করা হয় অনুরূপভাবে। কিন্তু একটি জেনারেশন সকলের চোখের সামনে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে ইহাদের রক্ষা করার জন্য কাহারও কি কোন পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব নাই? অভিভাবকদের এই দুঃখ ও ক্ষোভ কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। কী শহর, কী গ্রাম--কোথাও তরুণদের অবস্থা এখন ভাল নয়। শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষাঙ্গনের বাহিরে সর্বত্র এক অস্থির অবস্থা বিদ্যমান। যে তরুণেরা অতীতে বিনীত ভঙ্গিতে চলাফেরা করিত, এখন তাহাদের একটি বড় অংশের ভঙ্গি ও আচার-আচরণ অত্যন্ত উদ্ধত ও দুবিনীত। বয়স্ক প্রতিবেশীরা দূরের কথা, শিক্ষক, পিতামাতা পর্যন্ত তাহাদের অভব্য আচরণ হইতে রেহাই পায় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাহাদের ভয়ে সাধারণ লোকেরা পথ ছাড়িয়া দেয় এ দৃশ্য তো প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। ঢাকার শ্যামবাজার হইতে প্রেরিত একটি পত্রে একজন লিখিয়াছেন, তরুণ দুর্বৃত্তদের ভয়ে তাহারা এখন তটস্থ। যে কোন সময় তাহাদের উপর হামলা হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তাহাদের রাত্রেও নাকি জাগিয়া থাকিতে হয়। এই-ই হইতেছে শহর-মফস্বল নির্বিশেষে দেশের তরুণ সমাজের একাংশের চিত্র। এমনিতে বহুবিধ সমস্যায় জীবন পর্যুদস্ত। তাহার উপর বিভ্রান্ত তরুণদের এই অপরাধ প্রবণতায় তাহাদের অভিভাবকদের জীবন একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

পরিস্থিতি যে একেবারেই অভিভাবকদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেহ বুঝিতে চাহিবেন বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, প্রতিটি ঘটনারই কোন না কোন কার্যকারণ থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের চার বৎসরের কোর্স সাত বৎসরে সমাপ্ত না হওয়া এবং শিক্ষাঙ্গনের অরাজকতা, একশ্রেণীর ছাত্র বিপথে চালিত হওয়ার পশ্চাতেও নিশ্চয়ই কোন না কোন কারণ রহিয়াছে। অবশ্য এই কারণগুলি যে একেবারে অজ্ঞাত, তাহাও নয়। এখানেই প্রশ্ন, তাহা হইলে এসব সমস্যার প্রতিকার হইতেছে না কেন? কেনই বা দীর্ঘ আঠার বৎসরেও শিক্ষাক্রম স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়া আসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তাহার বাহিরে তরুণদের শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়ন সম্ভব হইতেছে না? তরুণদের এই পরিণতির পশ্চাতে বড় কারণ কি ইহাই যে, দায়িত্বে নিযুক্ত মহলের দায়িত্বহীনতা এবং এক ধরনের গাফিলতি? অভিভাবক মহল এবং সংশ্লিষ্ট মহল সততার সঙ্গে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করিলে বহু পূর্বেই তরুণ সমাজের অবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম স্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছিত, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষাঙ্গনের বাহিরে নিয়মশৃঙ্খলা স্থাপন করাই এই পর্যায়ে সর্বাধিক জরুরী বিষয়। ইহা শুধু কর্তৃপক্ষীয় মহলের নয়, অভিভাবক সমাজেরও দায়িত্ব। তরুণ বংশধরদের ভবিষ্যৎ রক্ষার্থেই এ বিষয়ে সচেতন সবাইকে আজ আগাইয়া আসিতে হইবে, ইহাই সময়ের দাবী।